ইন্টারন্যাশন্যাল কম্যুনিষ্ট কারেন্ট

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে !
শান্তি আন্দোলনের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে !
দুনিয়ার দেশে দেশে শ্রেণী সংগ্রামের পক্ষে !

আবার একবার বিধ্বংসী বোমার বন্যা আছড়ে পড়েছে ইরাকের উপর। একদিকে যখন ইরাকমধ্যে সর্বতোভাবে বিপর্য্যস্ত সর্বস্বান্ত জনসাধারণের ওপর 'সভ্য' শক্তিগুলি নামিয়ে আনছে আরো দুঃখ ও মৃত্যু অন্যদিকে তেমনি বাকি দুনিয়ার জনসাধারণের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে ভয়ঙ্কর মিথ্যের জাল ! আর এরা তারা করছে তাদের এই যুদ্ধকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য অথবা এর বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থানকে ঘুলিয়ে দেওয়ার জন্য, বিকৃত করার জন্য।

আমেরিকা এবং ব্রিটেনের মিথ্যাচার ঃ

ওরা বলছে গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের হাত থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করার জন্যেই নাকি এই যুদ্ধ ! কিন্তু আরো অনেক বেশী গণবিধ্বংসী হাতিয়ার নিয়েই ওরা যুদ্ধ করছে। এর একটা উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকার শাসক শ্রেণীর হাতে যে সমস্ত মারণাস্ত্র আছে সেগুলোর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা কত বিপুল ও ভয়ংকর দুনিয়াকে তা দেখিয়ে দেওয়া এবং অন্য কেউ যাতে তার একচ্ছত্র দাদাগিরি চ্যালেঞ্জ করতে সাহস না পায়, সেটা সুনিশ্চিত করা। আরো ভাবুন, সাদ্দামের হাতে এইসব মারণাস্ত্র তুলে দিল কারা ? ১৯৮০-র দশকে এই ব্রিটেন এবং আমেরিকার পুঁজিবাদীরাই তো এইসব রাসায়নিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করেছিল সাদ্দামকে —তারাই ইরাক, ইরাণ যুদ্ধে এসব অস্ত্র ব্যবহার করতে সাহায্য করেছিল এবং ১৯৮৮-তে Halabja'য় কুর্দদের বিরুদ্ধে সাদ্দাম যখন রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করলো তখন এইসব ন্যায়নিষ্ঠরাই মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল !

ওরা বলছে এটা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু ছোট, বড়, উন্নত, অনুন্নত, পরিণত, অপরিণত, সবল, দুর্বল, যত রকমের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আছে তাদের প্রত্যেকেই------আজ সেই সন্ত্রাসবাদকেই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অন্যতম একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করছে। ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরেই জঘণ্য সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ চালানোর জন্য Ulster-এ লয়্যালিষ্ট গ্যাংস্টারস (loyalist gangsters) বাহিনী পুষে রেখেছে। আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিন্ লাদেনকে সব রকমের ট্রেনিং দিয়েছিল CIA আর. এই বিন্ লাদেনই আজ আমেরিকার '১লা নম্বর' শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও জঘণ্য ব্যাপার কি এটা নয় যে, যেসব রাষ্ট্র এখন সন্ত্রাসবাদের বিপদের বিরুদ্ধে বড় বড় লেকচার মারছে, তারাই তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় রাখার তাগিদে যুদ্ধের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য নিজেদের দেশের জনসাধারণের উপর সাংঘাতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে ব্যবহার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। দিন দিন যেভাবে নূতন নূতন তথ্য প্রমাণ হাজির হচ্ছে তা থেকেই আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'আল্ কায়দা'র আক্রমণের খবর আগে থেকেই জানা সত্ত্বেও আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী সেই আক্রমণ ঠেকানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি।

Chirac, Schroeder, Putin রাও আসলে যুদ্ধবাজ ঃ

ওদের এই মিথ্যে কথাগুলো আজ আরো বেশী বেশী ক'রে ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে সব দেশের শাসকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রনেতারা ''যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব'লে দাবী করেছে, তারা আরো বেশী ভয়ংকর মিথ্যে ছড়াচ্ছে, ওরা বলছে এই যুদ্ধটা অন্যায়, কেননা এতে রাষ্ট্র সঙ্ঘের (UN) সায় নেই। কিন্তু ১৯৯১'র ''আইনী সম্মত'' যুদ্ধে তো UN'র পুরো সায় ছিল। আর সেই যুদ্ধেও নিহত হয়েছিল ইরাকের হাজার হাজার মানুষ। সাদ্দামের বিরুদ্ধে যারাই প্রতিবাদ করলো তাদের সবাইকে কোতল করার অবাধ অধিকার পেয়ে গেল সাদ্দাম ! UN আন্তর্জাতিক সুবিচারের প্রহরী নয়। এটা হল চোরেদের একটা আড্ডা যেখানে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের জঘণ্য কুকর্ম ও দ্বন্দ্ব বিরোধগুলো যুক্তিসিদ্ধ করার অপচেষ্টা করে।

আজ Chirac, Schroeder এবং Putin--দের এতবড় ধৃষ্টতা যে তারা 'শান্তির দূত (!)' হিসেবে নিজেদের জাহির করেছে, কিন্তু আমেরিকা বিরোধী জোটের এই শান্তিকামী রূপের আড়ালে রয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত স্বরূপটা। Rwanda-য় Hutu-দের মৃত্যু বাহিনীকে (Death Squad) অস্ত্র সজ্জিত করা ও ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্সের শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকাই ছিল সবথেকে বেশী। এই মুহূর্তে এই ফ্রান্সে'র শাসকগোষ্ঠীই Ivory Coast-এ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। যুগোশ্লাভিয়া থেকে ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়া'র বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রামকে উসকে দিল ও উৎসাহিত করল জার্মানি আর এইভাবে বলকান অঞ্চলে একদশক ব্যাপী যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভূমধ্যসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের অভিমুখে তার আধিপত্যকে বিস্তৃত করা। রাশিয়ার সেনাবাহিনী এখনও বিধ্বস্ত করে চলেছে চেচনিয়াকে।

পুঁজিবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ

যেসব দেশের শাসকগোষ্ঠী আমেরিকার শাসক গোষ্ঠীর যুদ্ধের কর্মসূচীকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে তারা তা করেছে শুধুমাত্র নিজেদের জাতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার তাগিদেই। তারা ভালো করেই জানে যে 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী' যুদ্ধের আসল লক্ষ্য সাদ্দাম বা বিন্ লাদেন নয় আসল লক্ষ্য তারাই।

আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী তার সামগ্রিক সাম্রাজ্যবাদের রণনীতি সম্বন্ধে কোন কিছুই গোপন করছে না। ১৯৮০'র 'দশকের শেষভাগে রাশিয়ান ব্লকের পতনের পর থেকে এই শাসকগোষ্ঠীর স্থির সিদ্ধান্ত এবং দৃঢ় সংকল্প হলো এই যে চূড়ান্ত সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যবহার করার মাধ্যমে আর কাউকে সমকক্ষ মহাশক্তিধর হতে দেওয়া হবে না। তখন থেকে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে যেমন ১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধ (Gulf War), ১৯৯৯'র কোসোভো যুদ্ধ এবং ২০০১ সালের আফগানিস্থানের যুদ্ধ--------এই সবগুলোরই আসল লক্ষ্য সেটাই। তা সত্ত্বেও প্রতিটি যুদ্ধই তার দাদাগিরি ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অন্য সব ছোটবড় শক্তিগুলোর চ্যালেঞ্জকে জোরদার করেছে। ফলে এটাই আবার আমেরিকা'র শাসকগোষ্ঠীকে ঠেলে দিয়েছে ঐ

দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদী আখড়ায় এরা সবাহট কিন্তু সক্রিয় কুস্তিগীর।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর এহট আচরণ এজন্য নয় যে তাদের নেতারা খুব বদমাস বা বোকা। বরং সেটট্র এহট জন্যহট যে ১৯১৪ সাল থেকে বিশ্বপুঁজিবাদ মানেহট হয়ে উঠেছে বিশ্বযুদ্ধ। গোটট্র দুনিয়াটট্রকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার পর বিভিন্ন জাতির াষ্ট্রীয় পুঁজিবাদীগোষ্ঠীগুলো কেউহট আর একে অন্যের বাজার ও সহঁদের উৎসগুলোকে কব্জা না করে সমৃদ্ধি ও বিস্তারের পথে এগোতে পারে না। আজ প্রতিটিটি রাষ্ট্রহট হলো সাম্রাজ্যবাদী এবং বিংশ ও একবিংশ শতকের ১৯৩৯-------'৪৫ এর ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ, তথাকথিত ''জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ'' এবং বিন্‌ লাদেন কোহানীর ''পবিত্রযুদ্ধ'' (Holy War) সহ সব যুদ্ধহট হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

যুদ্ধ ছাড়া পুঁজিবাদ বাঁচতে পারে না, এটট্রহট প্রমাণ যে অনেকদিন ধরেহট পুঁজিবাদ মানব প্রগতির প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। এর স্থায়িত্ব মানব প্রজাতির অস্তিত্বকেহট বিপন্ন ক'রে তুলছে।

সব রকম শান্তিকামী বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে ঃ

গত ফেব্রুয়ারী (২০০৩)---এ লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিল হয়েছিল মিটিটং মিছিলে। এহট সব মিটিটং মিছিলে ঘোষণা করা হ'ল যে, এটট্রহট যুদ্ধ বন্ধের উপায়। কিন্তু এহট সব সত্ত্বেও যুদ্ধ হচ্ছে। UN-এর ভেটোটট্রহট হোক বা গণতন্ত্রের সুন্দর আদর্শের প্রতি আবেদন যেটট্রহট হোক না কেন কোনটট্রহট যুদ্ধের মহাদানবের গর্জন স্তব্ধ করতে পারেনি।

গত একশ বছরের সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব বিরোধ দেখিয়ে দিয়েছে যে শান্তিকামী আন্দোলন কখনহট পুঁজিবাদীদের যুদ্ধযাত্রাকে রোধ করতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে সব রকমের মারাত্মক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যুদ্ধের রাস্তাটট্রকে আরো প্রশস্ত করার জন্যহট এটট্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। এহট সব বিভ্রান্তিকর ধারণাগুলো হলো--------

——কতকগুলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের, পুঁজিবাদী পার্টির বা রাষ্ট্রসংঘের শান্তিকামী উদ্দেশ্যটট্র সঠিক ও আন্তরিক।

------------গণতন্ত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার একটিটি প্রতিষেধক এবং 'জনগণের হটচ্ছা' নেতাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে পারে।

———বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎখাত না করেহট কোন একদিন বিশ্বশান্তি সম্ভব হয়ে উঠবে।

এহট বিভ্রান্তিগুলো পুঁজিবাদীদের সহজাত যুদ্ধ প্রবণতাকে প্রকৃত অর্থে বিরোধ করার জন্য যে সচেতনতার অস্ত্র অপরিহার্য্য তাকেহট ধ্বংস করতে সাহায্য করে। আর এ জন্যহট শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত রাজনৈতিক দল, বিশেষ ক'রে স্যোসাল ডেমোক্রাটট থেকে শুরু করে ট্রটট্রস্কিবাদী পর্যন্ত সব রকমের বামপন্থী পার্টি ও গোষ্ঠীগুলো সুপরিকল্পিত ভাবে এটট্রকে উৎসাহিত করে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রাম।

জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার কোন তাগিদ যে আন্দোলনে নেহট্র, কেবলমাত্র সেহট আন্দোলনহট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেকার যুদ্ধকে প্রতিহত করতে পারে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর আন্তজার্তিক আন্দোলনহট কেবল এহটসব যুদ্ধকে বন্ধ করতে পারে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষকেহট সমস্ত যুদ্ধেহট সবথেকে বেশী মূল্য চুকাতে হয়-----এহট মূল্য তারা দেয়, সৈন্য হিসাবে, গোলা ও বোমার অসহায় শিকার হিসেবে অথবা উৎপাদক এবং উপভোক্তা হিসেবে যাদেরকে সমসময় জাতির স্বার্থে কম খাওয়ার আর বেশী পরিশ্রম করার মহান বাণী শোনানো হয়।

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী যুদ্ধের নেহাতহট নিষ্ক্রিয় শিকার নয়। ১৯১৭-----১৯ সালে শ্রমিকদের গণআন্দোলন এবং বিদ্রোহহট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটট্রতে যুযুধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোকে বাধ্য করেছিল। আর এহট বিপ্লবী জোয়ার যখন সহূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হল, কেবলমাত্র তখনহট বিশ্বপুঁজিবাদ আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিধনযজ্ঞ শুরু করতে সমর্থ হ'ল। ১৯৬০'র দশকের শেষভাগে পুঁজিবাদী সংকটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় পুনরার্বিভাবহট আর একটিটি বিশ্বযুদ্ধ বেধে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলো সাস্কামের মতো বলির পাঁঠাদের বিরুদ্ধে 'পুলিশী ব্যবস্থা'র রূপ নিচ্ছে— এগুলো বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে সরাসরি পারস্পরিক যুদ্ধের রূপ নিচ্ছে না ; এসবের একমাত্র কারণহট হল যে পুঁজিবাদ আর শ্রমিকশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যৌক্তিকতা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না।

যে ব্যবস্থা আমাদেরকে শোষণ করছে, শ্রমিকশ্রেণী সেহট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর রাস্তাটট্র এড়িয়ে চলতে পারে না। পুঁজিবাদ অর্থনৈতিকভাবে আরও বিকশিত হতে অক্ষম----আর এহট অক্ষমতাহট তাকে স্থায়ীযুদ্ধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আর এর ফলেহট শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ও জীবিকার উপর অবিরাম নেমে আসছে আরো শোষণ, আরও বেকারী, সামাজিক সুবিধার সংকোচন। যুদ্ধঅভিযান শ্রমিকশ্রেণীর উপর এহট আক্রমণগুলোকে আরো ত্বরান্বিত করবে, এবং শোষিতশ্রেণীর উপর আরো ত্যাগস্বীকারের দাবী চাপিয়ে দেবে। ফলতঃ অর্থনৈতিক সংকটের এহট সব পরিণামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামও বটে! আজকে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম রক্ষণাত্মকহট হতে পারে। তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক, বিপ্লবী **শ্রেণী সংগ্রামের** বীজ এর মধ্যেহট নিহিত আছে। সেহট সংগ্রামহট কেবল পুঁজিবাদী যুদ্ধযন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে এবং মানবসমাজকে বিশ্বমানবসহঁদায়ের অভ্যুদয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর সেহট শ্রেণী যুদ্ধহট পারে যতসব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর জাতীয় সীমানাগুলোকে হটতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে।

আমাদের শোষকদের সঙ্গে কোন সংহতি নয়-----তা সে আমেরিকা বা ব্রিটেনেহট হোক বা ফ্রান্স জার্মান বা হটরাকেহট হোক ! আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি গড়ে তুলুন।

হটন্টটরন্যাশন্যাল কম্যুনিষ্ট কারেণ্টট, মার্চ ২০০৩ এহট লিফলেটটিট **USA, Mexico, Venezuela, Britain, France, Germany, Italy, Spain, Holland, Belgium, Sweden, Switzerland, India, Australia, Russia** এবং আরো অনেকদেশে একযোগে প্রচারিত হচ্ছে।